৭/১২/২০০৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

নাটোরের জনসভায় খালেদা জিয়া

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটাব সেনাবাহিনী আধুনিক করব

নাটোর থেকে স্বপন দাস ॥ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, আগামী নির্বাচনে ৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় গেলে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটাবে, সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণ করা হবে, ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত মেয়েদের বিনাবেতনে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করবে, মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের জন্য আলাদা 'মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়' গঠন করবে, শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ করা হবে, কৃষিপণ্যের দাম যাতে কৃষকরা পায়, বিদ্যুৎ পায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস দিয়ে কল-কারখানায় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান করা হবে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিটে সিংড়া পুরনো কোর্ট চত্বরে নাটোর-৩ আসনে ৪ দলীয় জোটের বিএনপি দলীয় প্রার্থী কাজী গোলাম মোর্শেদকে ধানের শীষে ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বেগম জিয়া তার বক্তৃতা শুরু করেন। ২০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি আওয়ামী সরকারের গত ৫ বছরের শাসনের সমালোচনা করে বলেন, ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী, এমপি, মন্ত্রীরা লুটপাট করেছে। আগামী নির্বাচনে তারা এ কালো টাকা, সন্ত্রাস আর অস্ত্রবাজি করে কারচুপির মাধ্যমে আবারও ক্ষমতায় আসতে চায়; কিন্তু দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না। কারণ ৫ বছরে তারা দেশকে ১ নম্বর দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে চিহ্নিত করেছে। আমরা ক্ষমতায় গেলে দেশের উন্নয়ন করে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করব।

সিংড়া থানা বিএনপি সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী জনসভায় বিএনপি নেত্রী আরও বলেন, ৫ বছরে আওয়ামী লীগ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস করেছে, বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন করেছে, মামলা করেছে, জমিজমা, বাড়িঘর এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ কারচুপি, সন্ত্রাস আর প্রশাসনকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় গিয়েছিল। ক্ষমতায় গিয়ে নিজেরা অন্যায়ভাবে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়েছে। তারা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে অপপ্রচার করছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সঠিক কাজ করছে। তাই আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমালোচনা করছে।

দেশের বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা করে খালেদা জিয়া বলেন, এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা বলেন, দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নেই, সেনাবাহিনী দরকার নেই। আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় গেলে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করবে, সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করবে।

সকাল থেকেই সিংড়া পুরানো কোর্ট মাঠ চত্বরে শত শত লোক খালেদা জিয়ার জনসভায় উপস্থিত হতে থাকে। সকাল ১১টায় জনসভার প্রচার করা হয়; কিন্তু খালেদা জিয়া সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর জনসভায় উপস্থিত হন।